بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৬ আশ্বিন ১৪৩৩
১১ অক্টোবর ২০২৬

বাণী

কৃষক আন্দোলনের সংগ্রামী ও মহীয়সী জননেত্রী ইলা মিত্রের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'ইলা মিত্র মেলা জাতীয় কমিটি' কর্তৃক চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে তিন দিনব্যাপী 'ইলা মিত্র সাংস্কৃতিক মেলা' আয়োজনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষে আমি শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিতপ্রাণ এই সাহসী নারীর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

ইলা মিত্র উপমহাদেশের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নাম। বাংলার কৃষক, শ্রমজীবী ও প্রান্তিক মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলন এবং বিশেষ করে নাচোলের কৃষক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শোষিত কৃষকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে তাঁর অবদান ও আত্মত্যাগ এবং সাঁওতাল কৃষকদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তাঁকে প্রিয় 'রানিমা'-য় পরিণত করে। ১৯৫০ সালে আন্দোলনের এক সংকটময় সময়ে ইলা মিত্র গ্রেফতার হন এবং বন্দি অবস্থায় ভয়াবহ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু অকথ্য নির্যাতন তাঁর মনোবল ও আদর্শের প্রতি অঙ্গীকারকে দুর্বল করতে পারেনি। আদালতে দাঁড়িয়ে তাঁর ওপর সংঘটিত নির্যাতনের যে সাহসী বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন, ইতিহাসে তা 'ইলা মিত্রের জবানবন্দি' নামে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর এই অকুতোভয় অবস্থান অন্যায়, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত। পরবর্তীতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, নারী সমাজের অগ্রগতি ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাঁর ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ।

ইলা মিত্রের জীবন ও কর্ম আমাদের ন্যায়, সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং শোষিত মানুষের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ানোর শিক্ষা দেয়। আমি বিশ্বাস করি, নতুন প্রজন্ম তাঁর সংগ্রামী জীবন থেকে মানবিকতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, সাহস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ হবে। একটি ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও মানবিক সমাজ বিনির্মাণে তাঁর আদর্শ আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আমি আশা করি, তিন দিনব্যাপী 'ইলা মিত্র সাংস্কৃতিক মেলা'এবং এ উপলক্ষে প্রকাশিতব্য স্মরণিকা তাঁর জীবন, কর্ম, সংগ্রাম ও আদর্শ নতুন প্রজন্মের কাছে আরও বিস্তৃতভাবে তুলে ধরবে। একই সঙ্গে এই আয়োজন আমাদের কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস, লোকায়ত সংস্কৃতি এবং মানবিক ও প্রগতিশীল মূল্যবোধের চর্চাকে আরও সমৃদ্ধ করবে।

আমি 'ইলা মিত্র সাংস্কৃতিক মেলা'—এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি এবং এ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর